শ্যাডো প্যানডেমিক

মুনিয়া খান

শ্যাডো প্যানডামিক বা ছায়া মহামারি হলো করোনাকালে নারীর প্রতি সংহিতা। বিশ্বব্যাপী উন্নত - অনুন্নত সব দেশের বেশিরভাগ নারীরাই পরিবারে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছে, সেখানে নারীর অবদান সর্বাধিক। বর্তমানে পোশাকশিল্পসহ অন্যান্য উৎপাদন খাত ও সেবাখাতেও নারীর অবদান অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে তা সামাজিকভাবে স্বীকৃত না।বরং সামাজিক জীবনে নারী এখনো চরমভাবে অবহেলিত, উপেক্ষিত ও নির্যাতিত। অতীতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা কম থাকায় নারী নির্যাতন যে একটা অপরাধ এটা মানুষ জানত না। এখন সময় পাল্টাচ্ছে। মানুষ শিক্ষা- দীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে, সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে সব জায়গায়। তারপরও নারী নির্যাতন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমেনি। বরং নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে চলছে। নিত্যনতুন কৌশলে ও পন্থায় নারীর প্রতি পাশবিকতা এবং নির্যতনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলছে।

আমাদের জানা দরকার সহিংসতা কী? সহিংসতা সাধারণত কতোরকম হতে পারে। সহিংসতা বলতে আমরা বুঝি অত্যাচার,নির্যাতন, নিপীড়োন, অতিরিক্ত শাসন, যৌন হয়রানি ইত্যাদি। আমাদের সমাজে অনেক রকম সহিংসতা হয়। এর মধ্যে শারীরিক,মানসিক, যৌন, পারিবারিক, আর্থিক, সাইবার,বাল্যবিবাহ,মানব পাচার অন্যতম।শারীরিক সহিংসতা বলতে মারামারি বা অন্য কোন শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত করা বা আঘাতের চেষ্টা করা, যার কারণে নির্যাতিত ব্যক্তির আঘাত পাওয়া, ক্ষতি হওয়া, জীবনের ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও বিকাশে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে। মানসিক সহিংসতা হলো অপমান, গালিগালাজ, হুমকি বা এমন কোন কথা যা শুনে কেউ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত যেকোনো শারীরিক স্পর্শ, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, মৌখিক হয়রানি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি হলো যৌন সহিংসতা। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যৌন নির্যাতনের শিকার নারীদের মধ্যে শতকরা ২৯ শতাংশ নারী যৌন নির্যাতনের কথা প্রকাশ করেন। এরমধ্যে শুধু শতকরা একভাগ নারী আইনের আশ্রয় নেন। পরিবারের সদস্য বা সদস্য দ্বারা যেকোনো শারীরিক মানসিক অনাচারকে পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।দেশের বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় শতকরা ৮০ শতাংশের বেশি নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়। আর্থিক সহিংসতা হলো,কোন ব্যক্তিকে তার আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, সাইবার সহিংসতা হলো ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কারও শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা বা করার চেষ্টা করা। বাল্যবিবাহ এমন বিবাহ যেখানে পাত্র - পাত্রী দুজনই বা যে কোন একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক(পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বছরের কম বয়সি এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম হলে)। কমবয়সি মেয়েরা বিশেষ করে স্বামী ও শশুরবাড়ির পক্ষ থেকে মানসিক, শারীরিক সহিংসতা ও মৌখিক হয়রানির শিকার হওয়ায় ঝুঁকির মধ্যে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় শতকরা ৮৯ ভাগ বাল্যবিবাহের কারণ ইভটিজিং এবং শতকরা ৮২ ক্ষেত্রেই অভিভাবক ভীত হয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে দ্রুত বিয়ে দেয় বা দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। মানব পাচার হলো কোন ব্যক্তিকে অনিচ্ছাকৃত যৌনকর্ম বা নিপীড়োন, শ্রম শোষণ বা অন্য যেকোনো অনাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেওয়া। মানব পাচার বাংলাদেশের ভেতরে বা বাইরে যেকোন জায়গায় হতে পারে।

প্রাচীন আমলের বিভিন্ন কুসংস্কার ও লোকলজ্জার ভয় কাটিয়ে নারী এখন পুরুষের পাশাপাশি পথ চলতে শুরু করেছে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখছে। তাপরও দেখা যায় পথেঘাটে, বাসে-ট্রেনে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমনকি কর্মস্থলে ও নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। যৌতুক,বাল্যবিবাহ,বহুবিবাহ, ধর্ষণ, হত্যা এগুলো পত্রিকার নিত্যদিনের খবর। করোনাকালে নারীর প্রতি সহিংসতা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা অতিমারিতে মানুষের আয় হ্রাস পেয়েছে, অনেকে কর্মসংস্থান হারিয়েছে,হঠাৎ নেমে আসা অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, খুবই সীমিত চলাচল, ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ,ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ,পুরুষের অতিরিক্ত ঘরে অবস্থান সর্বোপরি একটি অনিশ্চয়তা নারীর প্রতি সহিংসতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

২০২১ সালে করেনাকালে ১৩ টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগাল এইড উপপরিষদের প্রতিবেদনে নারী নির্যাতনের একটি ধারণা পাওয়া যায়। ২০২১ সালে ৩ হাজার ৭০৩ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১ হাজার ২৩৫ জন,যেখানে ৬২৯ জন কন্যশিশু।২০২০ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল ৩ হাজার ৪৪০ টি। ২০২১ সালে যৌতুকের কারণে নির্যাতিত হয়েছে ১৩৮ জন,৪৫ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে। এ সময়ে বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটেছে ৩২৭ টি।এর মধ্যে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে ৪৩ টি। ৬৩ জন সাইবার অপরাধের শিকার হয়েছেন। অপহরণের শিকার হয়েছেন ১৮০ জন।রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে ৪২৭ জনের। এ চিত্র থেকে নির্যাতনের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

বিশ্বেব্যাপী প্রতি তিন জনের একজন নারী পরিবারে শারীরিক বা মানসিক সহিংসতার শিকার হন।শতকরা ৩৫ শতাংশ নারী জীবনে কোন না কোন সময়ে তার নিকটতম সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন।বিশ্বে এসময়ে নারী নির্যাতন শতকরা ২০ ভাগ বেড়েছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।আমদের দেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর কারণে সমাজে নারীরা অধস্তন অবস্থায় আছে। দায়িত্বের জায়গা সবসময় নারীদের ওপর দেওয়া হলেও অধিকারের জায়গায় বৈষম্য করা হয় অর্থাৎ নারীর অধিকারকে অধিকাংশ জায়গায় স্বীকৃত না। আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ নারীর প্রতি সহিংসতার সবচেয়ে বড়ো জায়গা। সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারপরও এটা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। এর বড়ো কারণ নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সচেতন করা যাচ্ছে না। বাল্যবিবাহ সমাজের জন্য কেন ক্ষতির কারণ তা তারা জানে কিন্তু মানে না। করোনাকালে ২০২১ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার একটি মাদরাসার ২৬০ জন ছাত্রীর বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। চিনতে হবে সহিংসতা, জানতে হবে অধিকার এবং প্রতিকারের জন্য জানাতে হবে সঠিক মানুষ বা সংস্থাকে।আমাদের সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। নারী বা শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটলে জরুরি সহায়তার জন্য হেল্প লাইন ১০৯ অথবা ৯৯৯ এ ফোন করে জানতে হবে। এছাড়াও ১০৯৮ নম্বরে ফোন করে শিশু সহায়তা কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ আছে। ১৬৪৩০ নম্বরে ফোন করে বিনা খরচায় সরকারি আইন সহায়তা নেওয়া যাবে। পুলিশের নারী বিষয়ক সাইবার সহায়তা নম্বর ০১৩২০০০০৮৮৮।সাইবার সহিংসতার শিকার হলে cybersupport.women@police.gov.bd তে ই-মেইল করে সহায়তা নেওয়ার সুযোগ আছে। কেউ ধর্ষণের শিকার হলে ভুক্তভোগী এবং তার কাছের মানুষগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। লোকলজ্জার ভয়সহ নানা রকম চাপে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে, বুঝতে পারে না কি করা উচিত আর কি করা উচিত না। অধিকাংশ সময়ই ঘটনার আকর্ষিকতায় তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং ন্যয় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে দ্রুত হেল্পলাইন ১০৯ অথবা ৯৯৯ এ ফোন করে জানতে হবে এবং তাদের সহায়তা নিতে হবে। দ্রুত মামলা করতে হবে। থানা মামলা নিতে না চাইলে হেল্পলাইনে ফোন করে সহায়তা নিতে হবে। আদালতের বাইরে কোন মিমাংসার চেষ্টা বা মিমাংসা করা যাবে না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। আলামত সংগ্রহ করতে হবে। মনে রাখতে হবে কাপড়ো ও চুল অপরাধী শনাক্তকরণের শক্তিশালী প্রমাণ। এগুলো নষ্ট করা যাবে না। যিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর আগে যেন গোসল না করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। ভিকটিমকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। যৌন সহিংসতা যেকোনো শারীরিক আঘাতের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা শুধু আইনের কঠোর প্রয়োগ বা সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ দিয়ে বন্ধ করা যাবে না। তবে আইনের কঠোর প্রয়োগ অবশ্যই থাকতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি নারীকে মানুষ ভাবার শিক্ষা এবং নারীর অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সহিংসতা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। তা-না হলে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অর্জন অর্থহীন হয়ে যাবে।

#

১৪.০২.২০২২ পিআইডি ফিচার